NOV. 1 9 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

ভোরের কাগজ

ডিগ্রি পরীক্ষার প্রথম দিনেই বহিষ্কার ৫০০০, সংঘর্ষে আহত ১শ', গ্রেপ্তার ৫০

২ কেন্দ্র বাতিল ❑ শিক্ষক বহিষ্কার ৩ জন ❑ ২ জনকে তাৎক্ষণিক কারাদণ্ড

কাগজ প্রতিবেদক : ব্যাপক নকল, হাঙ্গামা, ভাঙচুর ও বহিষ্কারের মধ্য দিয়ে সারা দেশে গতকাল শনিবার ডিগ্রি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষার প্রথম দিনেই বহিষ্কার করা হয়েছে প্রায় ৫ হাজার পরীক্ষার্থীকে। নকল সরবরাহে বাধা দেওয়ায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি আহত ও অর্ধশতাধিক গ্রেপ্তার হয়েছে। গণনকল ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগে বাতিল করা হয়েছে কুমিল্লা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের দুটি কেন্দ্র।

গতকাল প্রথম দিনে ছিল ইংরেজি পরীক্ষা। ঢাকাসহ বড়ো জেলাগুলোতে নকলপ্রবণতা কম হলেও অন্যান্য স্থানের কলেজগুলোতে গণনকল হয়েছে। কোথাও কোথাও কেন্দ্রের ভিতরে বাইরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকলেও কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতায় নকল হয়েছে সুষ্ঠুভাবে। নকলে সহায়তার অভিযোগে নরসিংদীতে তিনজন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে।

উল্লেখ, এ বছর ডিগ্রি পরীক্ষায় সারা দেশে ৬০২টি কেন্দ্রে প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, অব্যবস্থাপনা ও ব্যাপক নকলের অভিযোগে চাঁপাইনবাবগঞ্জের আদিনা ফজলুল হক সরকারি কলেজ কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। ঐ কলেজের পরীক্ষার্থীদের পরবর্তী পরীক্ষাগুলো চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ কেন্দ্রে এসে দিতে হবে। একই অভিযোগে কুমিল্লার চৌয়ারা আদর্শ কলেজ কেন্দ্র বাতিল করে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে।

সরিষাবাড়ী প্রতিনিধি জানান, সেখানে নকল সরবরাহের দায়ে ধৃত দুজন বহিরাগতকে তাৎক্ষণিকভাবে আদালত বসিয়ে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মাহমুদা সালাম মহিলা কলেজ ও আরইউপি কলেজ কেন্দ্রে নকল সরবরাহ করতে গিয়ে ধৃত আমিনুল ইসলাম ও নায়েব আলীকে যথাক্রমে ২ ও ১ বছর মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। এ ছাড়া এ দুই কেন্দ্রে বহিষ্কৃত হয়েছে সর্বমোট ৩৫ জন।

সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ কলেজ কেন্দ্রের আওতায় ধর্মপাশার বাদশাগঞ্জ কলেজ কেন্দ্রে ৩৯ জন পরীক্ষার্থী নকল করার সুযোগ না পেয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করে। কর্তৃপক্ষ তাদের প্রত্যেককে বহিষ্কার করে মামলা দায়ের করেছে।

চাঁদপুর প্রতিনিধি জানান, অবাধ নকলের সুবিধা না পেয়ে বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থী ও একদল বহিরাগত উপর্যুপরি হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে ফরিদগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রের আসবাবপত্র ও বিজ্ঞানাগারটি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলেজের দোতলায় একদল পরীক্ষার্থী বিভিন্ন কক্ষের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে নিচে ফেলতে থাকে। এ অবস্থায় পুলিশ তাদের নিবৃত্ত করতে লাঠিচার্জ করে দোতলা থেকে হঠিয়ে দেয়।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ডিগ্রি পরীক্ষার প্রথম দিনে

● প্রথম পাতার পর

পরে পরীক্ষার্থীরা কলেজ মাঠে সংগঠিত হয়ে ইটপাটকেল নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা করে এবং কলেজের বিজ্ঞানাগারে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এ অবস্থায় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ৬ রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে। এ পর্যায়ে পরীক্ষার্থী ও তাদের সঙ্গের বহিরাগতরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ সময় উভয়পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় ৩ পুলিশসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়। পুলিশ ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ৩ পরীক্ষার্থী ও একজন বহিরাগত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে।

এদিকে জেলার ১০ পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের দায়ে ৭৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বার্তা সংস্থা ইউএনবি জানায়, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ডিগ্রি পরীক্ষায় প্রথম দিন ব্যাপক নকল হয়েছে। পুলিশ এবং পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষে লক্ষ্মীপুরের কফিলউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ সেন্টারের কমপক্ষে ১১ জন পরীক্ষার্থী আহত হয়। পরীক্ষার্থীরা নকল করতে ব্যর্থ হলে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পরীক্ষার্থীরা কলেজের চেয়ার, টেবিল এবং বেঞ্চ ভাঙচুর করে এবং এক পর্যায়ে কলেজ অধ্যক্ষ লতিফুর রহমানকে ধাওয়া করে। উত্তেজিত পরীক্ষার্থীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে অধ্যক্ষ ম্যাজিস্ট্রেটের কক্ষে আশ্রয় নেন।

উত্তেজিত পরীক্ষার্থীরা দাবি করেন নকল করার সুবিধা দেবে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ৯২৭ জন পরীক্ষার্থীর প্রত্যেকের কাছ থেকে ৫৫০ টাকা করে আদায় করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানান, উন্নয়ন-তহবিলের জন্য তারা এ টাকা নিয়েছিলেন। লক্ষ্মীপুরের দত্তপাড়া ডিগ্রি কলেজেও ৫২৪ জন পরীক্ষার্থীর প্রত্যেকের কাছ থেকে ৫৫০ টাকা করে আদায় করা হয়। কিছু শিক্ষক এবং বহিরাগত লোকজন দত্তপাড়া কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে বসে নকল প্রস্তুত করে নির্ধারিত পরীক্ষা হলে পৌঁছে দেয়। অধ্যক্ষ মোহাম্মদ সাদেক এ ঘটনার কথা স্বীকার করেন।

এ ছাড়াও লক্ষ্মীপুরের সরকারি কলেজ, চৌমুহনী ডিগ্রি কলেজ, হাতিয়া দ্বীপ কলেজ এবং নোয়াখালীর আমীর শাহপাড়া কলেজে ব্যাপকহারে নকলের ঘটনা ঘটে।

জয়পুরহাট প্রতিনিধি জানান, অবাধে নকল করার সুযোগ না দেওয়ায় ক্ষেতলালে টিএনও-এর গাড়ি ও ঐ কেন্দ্রের দুটি কক্ষ ভাঙচুর হয়েছে। ক্ষেতলাল আলতাফুননেছা কলেজ কেন্দ্রে অবাধে নকল করার সুযোগ না দেওয়ায় পরীক্ষা শেষে উচ্ছৃংখল পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্রের ২০১ ও ২০২ নম্বর কক্ষ দুটির চেয়ার টেবিল ও টিএনও-এর জিপ ভাঙচুর করেছে। পরীক্ষায় নকলের সুযোগ করে দেবে এই অজুহাতে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ক্ষেতলাল আলতাফুননেছা কলেজের অধ্যক্ষ টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ ছাড়াও ক্ষেতলাল আলতাফুননেছা কলেজ কেন্দ্রে ৯০৪৭২৯৫৫১ নম্বরের একটি খাতা পরীক্ষা শেষে জমা পড়েছে। এ নম্বরের খাতা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরবরাহ করা হয়নি বলেও জানা গেছে। খাতাটি কিভাবে এলো তা এখনো জানা যায়নি।

বরিশাল প্রতিনিধি জানান, জেলার ৬টি কেন্দ্র ও ১টি ভেন্যুতে নকল সরবরাহকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে চারজন আহত ও দুজন গ্রেপ্তার হয়। নকলের জন্য বহিষ্কার হয়েছে ৮৩ জন পরীক্ষার্থীকে। বরিশাল কলেজ ও অমৃতলাল কলেজ কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের উৎপাত ছিল বেশি। এই দুই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হাসপাতাল রোডের ইস্তি ব্রাদার্স নামে এক ফটোস্ট্যাট দোকান হতে নকল ফটোস্ট্যাট করার সময়ে পুলিশ মামুন নামে এক নকল সরবরাহকারীকে গ্রেপ্তার ও ফটোকপি মেশিন আটক করেছে। একই এলাকা হতে কাজী শাহেদুল হক নামে আরেক বহিরাগত নকল সরবরাহকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশের ধাওয়া, লাঠিচার্জ ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপে কমপক্ষে চারজন আহত হয়। পরীক্ষা শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রশ্নপত্র বাইরে চলে আসে। ভিতরে নকল চলেছে। বরিশাল জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ৮৭ জন পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বনের জন্য বহিষ্কার হয়েছে।

দিনাজপুর আদর্শ কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী আব্দুস সালাম ও বহিরাগত আবেদ হাসানকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলায় মোট বহিষ্কার হয় ২৩২ জন। সরকারি কলেজ কেন্দ্রে হাঙ্গামায় ২০মিনিট পরীক্ষা বন্ধ থাকে।

উল্লাপাড়া প্রতিনিধি জানান, নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের সরকারি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার হলে অবাধে নকল হয়েছে এবং হলের বাইরে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকলেও বহিরাগতদেরকে অবাধে হলে ঢুকতে দেখা গেছে।

মাগুরা প্রতিনিধি জানান, উত্তরপত্রের ভিতরের অংশ পরিবর্তন করে জমা দেওয়ার সময় মাগুরা আদর্শ ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থী আমিনুর রহমান (রোল নং- ২০৪৭৪৭) হাতেনাতে ধরা পড়ে। কলেজ আমিনুরের নামে একটি মামলা দায়ের করেছে।

চাটখিল প্রতিনিধি জানান, চাটখিল কলেজ কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৬৮ জন ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়। উল্লেখ্য, চাটখিল কলেজ কেন্দ্রে আর কখনো এতো বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বহিষ্কার হয়নি।

নীলফামারী প্রতিনিধি জানান, ৪টি ডিগ্রি পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক হারে নকল হয়। নকল করার দায়ে ৮৮ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রে কোনো পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়নি। দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষা শুরুর পূর্বে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি করে এক বস্তা নকল বের করেন। নকল সরবরাহ করার অভিযোগে ডিমলা ও জলঢাকা কেন্দ্র থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নকল করার দায়ে বহিষ্কার হয়েছে শেরপুর জেলায় ৫৮, সাতক্ষীরায় ২১, নেত্রকোনায় ৫৩, মানিকগঞ্জে ৮, নারায়ণগঞ্জে ১০, লালমনিরহাট ২১, ঝিনাইদহে ৩৮, কক্সবাজারে ৩৮, নরসিংদীতে ১৯৫, কুষ্টিয়ায় ৭৫, যশোরে ৩৪, লক্ষ্মীপুরে ৩৪, নাটোরে ৩১, কুড়িগ্রামে ১৪৪, চট্টগ্রামে ৫৩, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১১৮, বরগুনায় ৫, শরীয়তপুরে ১৪, মাগুরায় ৪, ঝালকাঠিতে ৫, দিনাজপুরে ২৩২, গাজীপুরে ৬, জয়পুরহাটে ৯৭, জামালপুরে ১৪৩, নীলফামারীতে ৮৮, চুয়াডাঙ্গায় ১৯, ভোলায় ১৫, কুমিল্লায় ৩০৫, সিরাজগঞ্জে ৪২১, চাঁদপুরে ৭৯, গাইবান্ধায় ১৯৯, পঞ্চগড়ে ৪৯, মাদারীপুরে ২০, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২৮, মেহেরপুরে ৩৯, রাজশাহীতে ১৭৪ ও বরিশালে ৮৩ জন।